মনীষি-বচন-নির্ঝর (উদ্ধৃতি অভিধান)

কয়েকদিন আগে হোয়াইট চ্যাপেল আইডিয়াল ষ্টোরের বাংলা বইয়ের সংগ্রহেতে চোখ বুলাতে গিয়ে ড. পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী সংকলিত "মনীষি-বচন-নির্ঝর" (উদ্ধৃতি অভিধান) নামক একখানা বইয়ের উপর চোখ পড়ে। সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত এই উদ্ধৃতি সংগ্রহ গ্রন্থটি আটশো বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনশো লেখকের চিন্তা ধারার বর্নার্ক্রমিক ও কালানুক্রমিক উপস্থাপন। সাধারন অভিধানে শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানা যায়। এই বইটিতে শব্দকে কেন্দ্র করে চিন্তার যে উন্মেষ হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারনা করা যাবে। এই চিন্তা ধীরে ধীরে কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে সুক্ষ থেকে সুক্ষতর স্তরে উত্তীর্ন হয়েছে তা বুঝা যাবে। বাংলার উনবিংশ শতকের রামমোহন রায়ের কাল থেকে শুরু করে মোটামোটি আধুনিক কালের বিশিষ্ট্য কবি, সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিকদের মুল্যবান চিন্তা ভাবনাগুলোকে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এতে। এতে অবশ্য ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ পরবর্তি আধুনা বাংলাদেশের লেখকদের উক্তি আসেনি। প্রায় আটশ পৃষ্ঠার এই বইয়ের কিছু উক্তি আমাকে ভীষনভাবে নাড়া দিয়েছে। মুক্ত-মনা ও সাতরং-এর পাঠকদেরও হয়তো ভালো লাগবে, তাদের চিন্তার খোড়াক যোগাবে এর কোন-কোনটি, আর এই জন্যই আমার এই অনুলিখন।

♦♦ অতিপ্রাকৃতিঃ- মানুষ যা বুঝতে পারে না, কিংবা যার হেতু সম্বন্ধে তার ধারণা নেই তাকেই সে অতিপ্রাকৃতিও অলৌকিক বলে ধরে নেয়। আসলে কিন্তু কাযর্করণ সমন্ধের দ্বারা এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অভিজ্ঞতার অভাবেই একটি বস্তুর হেতু অজানা থাকে। তখন কোন কোন ব্যক্তি বস্তুর অস্তিত্বের কায র্কারণ- সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত লোকদের জুটিয়ে নেয় আপনাদের অলৌকিক শক্তির দোহাই দিয়ে। (রামমোহন রায়)

♦♦ অতিপ্রাকৃতিঃ- অতিপ্রাকৃতিতে বিশ্বাসই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; অবিশ্বাস মানুষের উপার্জির্ত। (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদ/জিজ্ঞাসা/ অতিপ্রাকৃতি)

♦♦অতীত:- অতীতের উপাসনা করে কারা? যারা অন্তঃসারশূন্য। (অন্নদাশ শঙ্কর রায়/অপ্রমাদ/অতীত ও উপাসনা)

♦♦ অত্যাচারি:-
ভীরু আছে, তাই গর্বে দুলিছে
অত্যাচারির জয়-নিশান। (বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়/চারণগীতি)

♦♦ অনুকরনঃ- অনুকরন উৎকর্ষ সাধনের একটি প্রধান উপায় সন্দেহ নেই। কিন্তু অযথা অনুকরনে এক প্রকার আত্মহত্যা সংঘটন হয়। (ভূদেব মুখোপাধ্যায়/পারিবারের প্রবন্ধ/সন্তানের শিক্ষা)

♦♦অনুভবঃ-আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কবি, শিল্পী বা সঙ্গীতের অণুপরিমাণ যৎকিঞ্চিৎ রহিয়াছে। কিন্তু যথার্থ একজন বড় কবি বা চিত্রী বা সঙ্গীতজ্ঞের তুলনায় সে অনুভব অতি অকিঞ্চিৎকর,এইজন্য আমরা যতটুকু অনুভব করি বা দশর্ন করি তা প্রকাশ করিলে কাব্য হয় না , চিত্র হয়না। (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত/সৌন্দয র্তত্ত্ব)

♦♦অন্তর্দ্বন্দ্বঃ-সংস্কার ও স্বভাবের যে দন্দ্ব তা অন্তর্দ্বন্দ্ব।(নলিনী কান্তগুপ্ত/রচনাবলী(৩য়)

♦♦ অন্ধসংস্কারঃ- অগাছার মতো অন্ধসংস্কারের একটা জোর আছে, তার চাষাবাদের প্রয়োজন হয় না, আপনি বেড়ে ওঠে, মরতে চায় না। (রবীন্দ্রনাথ / চরিত্র পূজা / ভারতপথিক রাম মোহন)

♦♦ অপরাধঃ- অপরাধগুলো সকলে দেখে, কিন্তু অনুশোচনা ? কেউ দেখে না। (সন্তোষ কুমার ঘোষ)

♦♦ অপসংস্কৃতিঃ-অপসংস্কৃতির মূল উৎস হচ্ছে সমাজের শ্রেণী শোষন। (কনক মুখোপাধ্যায়/অপসংস্কৃতি রোধে নারী সমাজের দায়িত্ব)

♦♦ অভাবঃ- কোন একটা অভাব লইয়া - তা সে যতই গুরুতর হউক, মানুষ অনন্তকাল শোক করিতে পারেনা।(শরৎচন্দ্র/নিস্কখর বিপরীত)

♦♦অভাবঃ-একমাত্র অভাবেরই অভাব নেই। (অধেন্দু ভট্টাচায/এবং ডাঙ্গা কুলোর অভাব)

♦♦অভিজ্ঞতাঃ- অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক। (বিবেকানন্দ/দেববাণী)

♦♦অভিজ্ঞতাঃ- জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুপাওয়া যায় তা র নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না এবং না পাওয়া পর্যন্ত জানা যায়না এর মূল্য কত।(শরৎ চন্দ্র/পত্র সংকলন)

♦♦অভ্যস্তঃ- অভ্যস্ত দৃষ্টি নিস্প্রাণ।(অম্লান দত্ত/নববষ)´

♦♦অমরঃ- অমরত্বের বীজ চিন্তায়,বিত্তে নহে। (জগদীশ্চন্দ্র বসু/আবিস্কার ও প্রচার)

♦♦অমরঃ- মরার পরে অল্প লোকই অমর হইয়া থাকেন, সেই জন্যে পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ/বিচিত্র প্রবন্ধ)

♦♦অলৌকিকঃ- আমাদের এখনকার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে অসম্ভব মনে হয়, তাই আমরা অলৌকিক বলে উড়িয়ে দেই। একটা ব্যাপার কেন ঘটে কিভাবে ঘটে জানিনা বলেই কি সেটা অলৌকিক হয়ে যাবে?একদিন হয়তো জানা যাবে ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুত নয়,বাস্তব নিয়মে ঘটে থাকে।(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়/সহরবাসের ইতিকথা)

♦♦অশিক্ষিতঃ- শিক্ষিত লোককে খানিকটা অশিক্ষিত করা দরকার। যে শিক্ষা তার পেয়েছেন সেটা তাদের ভোলাতে হবে এবং নতুন জিনিস শেখাতে হবে। (অন্ন দাশশঙ্কর রায়/রবীন্দ্রনাথ ও আমারা)

♦♦অশ্রুজলঃ- অশ্রুজল তো আর কিছুই নয় হৃদয়ের নীরব ভাষা।(বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর/অশ্রুজল)

♦♦অশ্লীলতাঃ-দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়-ঐ চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

♦♦অশ্লীলতাঃ- দুবর্ল কামুতা দেখলে গা ঘিন ঘিন করে ,কিন্তু বলিষ্ঠ অশ্লীলতায় সমস্ত প্রাণ পুলকে সাড়া দিয়ে উঠে। (প্রবোধ কুমার সান্যাল)

♦♦অশ্লীলতাঃ- অশ্লীলতা ও অপসংকৃতি একাথ র্নয়। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা করতে পারা যায়। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তার সংজ্ঞা যে কি তাও নির্ধারিত হয়নি। (অন্নদাশ শঙ্কর রায়/সাতকাহন অপসংস্কৃতি)

♦♦ অসন্তোষ ঃ-মানুষ মাত্রই অসন্তোষ প্রিয়। (শ্রী অরবিন্দ/কারাকাহিনী)

♦♦অসুখঃ-সুখের জন্যেই আমাদের সব অসুখ। (শিবরাম চক্রবর্তী/ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা)

♦♦ অস্পৃশ্যতাঃ- আমি বুঝতে পারিনা যে দেশের লোক বিশ্বাস করে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন সে দেশের লোক অস্পৃশ্যতার মতো একটা প্রথা কেমন করিয়া সহ্য করে। (সুভাসচন্দ্র)

♦♦ আইনঃ-পৃথিবীতে যতদিন দরিদ্র আর ধনী থাকবে ,ততোদিন আইন-কানুন সবই থাকবে এবং আইন-কানুনের রক্ষক পুলিশও থাকবে। সমাজতো দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখতে চায় আর ধনীকে ধনী। এই দু'য়ের পাথর্ক্য বজায় রাখাই তো সকল আইন কানুনের উদ্দেশ্য। (প্রমথ চৌধুরি)

♦♦আড্ডাঃ- শুধু পুরুষদের নিয়ে, কিংবা মেয়েদের নিয়ে আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্রিত হলে কথার গাড়ি শেষ পয র্ন্ত কাজের লাইন ধরে চলবে আবার লাইন থেকে বিচ্যুত হলে গড়াতে গড়াতে সুরুচির সীমা পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্রিত হলে ঘরকন্না, ছেলেপুলে শাড়িগয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবেনা। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়, কন্ঠ স্বর নীচু পর্দয় থাকে, অঙ্গভঙ্গী শ্রীহীন হতে পারেনা। (বুদ্ধদেব বসু/আড্ডা)

♦♦আনন্দঃ- সুখের বিপরীত দুখঃ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়। বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূক্ত। (রবীন্দ্রনাথ)

♦♦নিতীকথাঃ-আমি সবাইরে শিখাই কত নিতী-কথা
মনেরে শুধু শিখাইনে। (রজনীকান্ত সেন/ নিস্ফলতা)

♦♦ আর্টঃ- আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্ঠা করলে বোঝা যায় বেশি।(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়/তৃণাঙ্কুর)

♦♦ইচ্ছাঃ- আমার ইচ্ছা কেবলমাত্র মনের উৎপন্ন পদাথ র্নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।(রবীন্দ্রনাথ/শান্তিনিকেতন/দশের ইচ্ছা)

♦♦যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবেনা তাহা লিখিওনা। প্রমাণগুলো প্রযুক্ত করা সকল সময় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই। (বঙ্কিম চন্দ্র)

♦♦ধর্মের ইন্দ্রজালের প্রাধান্য মানেই ধর্মের অধঃপতন।(রবীন্দ্রনাথ দত্ত/ধর্ম ও দশর্ন)

♦♦একাকী থাকিতে হয়, সঙ্গী সাথীর আভাবে নয়, মনের স্বভাবের জন্যে। (অমলেন্দু দাশ গুপ্ত)

♦♦ নূতন কথা যে বলে,সেই পাগল বলিয়া গন্য হয়।(বঙ্কিম/স্ত্রীলোকের রূপ)

♦♦কবিতা লিখতে হয় অনুভূতির সঙ্গে ,বেশি দেরি করা উচিত নয়, করলে অনুভূতি ঠান্ডা হয়ে আসে , উত্তাপ হারায়। কবিতা হচ্ছে তপ্ত লুচি। (অন্নদাশ শঙ্কর রায়)

♦♦আমরা যাকে উচুদরের কাব্য বলি তার ভিতরকার কথা হচ্ছে নারী। নারী বাদ দিয়েট্রাজেডি হয়না , কমেডিও হয়না। (প্রমথ চৌধুরি)

♦♦প্রত্যেকটি ঘটনার কায র্কারন সম্বন্ধ অনুসন্ধান করবার ক্ষমতার অভাবের ফলে কুসংস্কারের জন্ম। (রামমোহন রায়)

♦♦যা জানিনে জানার কখনও চেষ্ঠা করিনি তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়া কুসংস্কার।(শরৎচন্দ্র/বিপ্রদাশ)

♦♦জ্ঞানের মত গোড়ামির আর অমোঘ ঔষধ নেই।(বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর /মুসলমান সমাজ)

♦♦মানুষ যত চায় ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা-তাকে স্বীকার করে তার গোলামী করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যান কামনা নয়।(শরৎ চন্দ্র/তরুণের বিদ্রোহ)

♦♦পেটে চিন্তার মতো সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। (বনফুল/পাশাপাশি)

♦♦ভবিষ্যতের চিন্তা কেবল পাকায় কেশ। (বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়)

♦♦চোখ তো নিত্য নতুনের প্রেমিক। (অন্নদাশ শঙ্কর রায়)

♦♦ধনীর দোষে দরিদ্র চোর হয়।(বঙ্কিমচন্দ্র)

♦♦জীবনের স্বাথর্কতা অথ র্উপার্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়,লোকের মুখে সাধুবাদে নয়,ভোগে নয় - সে স্বাথ র্কতা আছে শুধু জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধির করার ভেতর,বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্ঠা করার আনন্দের মধ্যে।(বিভূতিভূষন বন্দ্যোপধ্যায়)

♦♦ধনের ধমর্ই অসাম্য।(রবীন্দ্রনাথ)

♦♦ভেঙ্গে যাবে,গুড়িয়ে যাবে জেনেও তবু পৃথিবীর সব পুরুষ, নারীর হাতে তাদের হৃদয় তুলে দেয় বারে বারে।(বুদ্ধদেব গুহ)

♦♦ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করেনা,পরলোকের অস্তিত্বজন্মান্তর,স্বর্গ-নরক কোন কিছুতেই যে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিকের একটা ধর্ম থাকে। সেই ধর্ম তার সত্যের ধর্ম, সত্যাশ্রয় সত্যভাষীর ধর্ম। (জ্যোতি ভট্টাচার্য/জীবন ,ধর্ম,রাজনীতি)

♦♦পৃথিবীতে যেখানে তুমি থামবে সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমি একলা থামবে আর কেউ থামবে না।(রবীন্দ্রনাথ)

♦♦ যথার্থ নাস্তিকের এই বিশ্বে কোন সান্ত্বনা নেই, কোন আশ্রয় নেই- তার সত্যই তার একমাত্র সঙ্গী।(জ্যোতি ভট্টাচার্য/জীবন ,ধর্ম,রাজনীতি)

♦♦নেশা সব খায়, খায় মানুষের স্বভাব চরিত্র।(অশোক কুমার মিত্র)

♦♦ পড়াঃ- বেশি পড়ার মস্ত দোষ হচ্ছে এই যে , নিজের কথা বলতে বসলে পরের কথা আওড়াচ্ছি মনে হয়।(বুদ্ধদেব গুহ/অবরোহি)

♦♦পাগল না হইলে কেহ বড় হইতে পারেনা। কিন্তু সকল পাগল বড় হয়না। শুধু পাগল হইলেই চলেনা ।আর কিছু চাই। পাগলামির ভিতর আত্ম সংযম হারাইলে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। আবেগের ভেতর আত্মস্থ হওয়া চাই। (সুভাষচন্দ্র বসু/পত্রাবলী)

♦♦পুরুষের চরিত্রে পৌরুষের বিকাশ হয় না, যদি সে নারীর চোখে পুরুষ হয় না। (অন্নদাশ শঙ্কর রায়)

♦♦আমরা যাকে স্বদেশ প্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতি প্রীতি। দেশকে ভালোভাসার অর্থ দেশ বাসীকে ভালোবাস- কেননা মানুষ শুধু মানুষকেই ভালোবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালোবাসেন , তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন-জড় পদার্থ; কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষন আছে, এ সত্য বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে। (প্রমথ চৌধুরী/ বাঙ্গালী পেট্রিয়টিজম)

♦♦মেয়েরা স্বভাবত সাবধানী,তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর বাধে। ছেলেরা স্বভাবতই বেপরোয়া তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর ভাঙ্গে। (যাযাবর/দৃষ্টিপাত)

♦♦অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,শুনার চেয়ে দেখা ভাল। (মহেন্দ্র নাথ দত্ত)

♦♦বই জিনিসটা আসলে সচল- ওর ধর্মই হচ্ছে এক হাত থেকে আরেক হাতে , তা থেকে আবার আরেক হাতে খালি উড়ে উড়ে বেড়ানো। (নন্দ গোপাল সেন গুপ্ত/বই হারানো)

♦♦বই আর বউ হাত ছাড়া হইলে আর ফিরে আসে না।(বুদ্ধদেব গুহ/মাধুকারী)

♦♦তুমি নিজেই তোমার একমাত্র বন্ধু এবং তুমি নিজেই তোমার একমাত্র শত্রু।(বিবেকানন্দ)

♦♦ বাঙ্গালীর অভ্যেস নেই আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ দেখা। সে অভ্যাস থাকলে তার নিজ সম্বন্ধে ধারণা হয়তো কম ভ্রান্তহতো। (আশোক রুদ্র/ সকল দেশের চাইতে সেরা)

♦♦বাজে কথার আরেক নাম রসের কথা। লক্ষ্য করে থাকবেন যে কাজের কথা নিংরালেও রস বেরোয় না।(ইন্দ্রজিত/মানস-সুন্দরী/ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথ)

♦♦বিজ্ঞান প্রাচ্যেরও নহে, পাশ্চাত্যেরও নহে, ইহা বিশ্বজনীন। (জগদীশ চন্দ্র বসু)

♦♦ভয় মানুষের তৈরি। স্বাথর্পর মানুষের। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

♦♦ ভাষা যতোখানি উদারতা দেখাতে পেরেছে ধর্ম তা পারেনি। (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

♦♦ অপরের দেশের ভাষা শিখলে কেউ বিদেশি হয়ে যায় না, কিন্তু অপরের ধর্ম গ্রহন করলে বিধর্মী বিজাতীয় বলে পরিগনিত হয়। (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

♦♦ধর্ম , সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনে চলো না। নিজের মনের শাসন মেনে চল।(কাজী নজরুল ইসলাম/ধূমকেতুর পথ)

♦♦মানুষের মন ঐ ভূতের মতো। তাকে সর্বক্ষন কোন কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে সে তোমার ঘাড় মটকাবে। (সৈয়দ মুজতবা আলী)

♦♦মৌলবাদ যত শক্তিশালীই হোক না, তা ক্ষণস্থায়ী। কারণ তার ভিত্তি অবৈজ্ঞানিক, মধ্যযুগীয়। (অন্নদাশঙ্কর আয়/নব্বই পেরিয়ে/ মৌলবাদ একদিন মিলিয়ে যাবেই)

♦♦প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি।(রবীন্দ্রনাথ)

♦♦রস ছেড়ে ভাব নেই, ভাব ছেড়ে রস নেই।(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

♦♦সমস্যা না থাকিলে পেশাদার রাজনীতিক গনের কি দশা হইবে? তাই সবর্দা সমস্যা জীয়াইয়া রাখিয়া তাহারা নিজেরা জীবিত থাকে।(প্রমথনাথ বিশী)।

♦♦প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম জীবন বিরোধী, কিন্তু ধম হীন রাজনীতি অমানবিক। (জ্যোতি ভট্টাচায /জীবন, ধর্ম, রাজনীতি)

♦♦বড় বড় লেখকরা ভাবেন বেশি, পড়েন বেশি, লেখেন কম। (নারায়ণ চৌধুরী/লেখক পাঠক ও সমাজ/লিখিয়ে ও পড়িয়ে)

♦♦ বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পান্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি।জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুই না বই দিয়া ছুই। (রবীন্দ্রনাথ)

♦♦শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না, সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রেই স্বশিক্ষিত।(প্রমথ চৌধুরি/বইপড়া)

♦♦শিক্ষকের বয়স বাড়ে, ছাত্রের বয়স বাড়ে না। (ইন্দ্রজিৎ/মানুষ সুন্দরী)।

♦♦ একজন শিল্পীর বিয়ে হওয়া উচিত তার শিল্পের সঙ্গে। অন্য কোন বন্ধন তার পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকর। (সমরেশ মজুমদার/ মোহিনী)

♦♦সত্যিকার সমালোচক যিনি তিনিই অজাত মিত্র। (রমাপদ চোধুরী/মনময়ূরী)

♦♦একের সৃষ্টি অপরের দৃষ্টি দান করে।(অন্নদাশঙ্কর রায়)

♦♦সমাজ সেকুলার না হলে রাষ্ট্র সেকুলার হইবে কি করে?(অন্নদাশঙ্কর রায়)

♦♦সতীত্বের গৌরব, মাতৃত্বের মহিমা সব ফাকি,তাকে বেধে রাখবার ফাদ। (অন্নদাশঙ্কর রায়)

♦♦আমাদের মনের মধ্যে মন-গড়া যেসব বাধার সৃষ্টি করেছে সে সবের অপসারণের নামই সভ্যতা । (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত/ ভাষা ধর্ম ঐতিহ্য রাজনীতি)

♦♦সম্মান মানেই আত্ম সম্মান। তুমি ছাড়া তোমার সম্মান আর কেউ তো ক্ষুন্ন করতে পারে না। (বনফুন/ডানা)

♦♦মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা।(শ্রীরাম কৃষে- উপদেশ)

♦♦ মানি না গীর্জা,মঠ,মন্দির,কল্কি,পয়গম্বর
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তার ঘর। (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

♦♦স্ত্রীরা কখনই পোষ মানেনা। নিজেকেই পোষ্য হতে হয়। সুখে থাকার কায়দা। (সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়/ মাপা হাসি চাপা কান্না)

অনুলিখনঃ- জাহিদ রাসেল